আনন্দবাজার পত্রিকা 28/02/2020 1285/04/2020

মেট্রোর কাজের জেরে ফের ফাটল

▸▸ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর দ্বিতীয় দফার কাজ শুরু হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই বৌবাজারের কয়েকটি বাড়িতে ফের ফাটল দেখা দেওয়ায় আতঙ্ক ছড়াল। বৃহস্পতিবার চৈতন সেন লেনের বাসিন্দাদের একাংশ অভিযোগ করেন, কয়েকটি বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ফাটল বাড়তে থাকলে বাড়ি ভেঙে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা। ঘটনার পরেই কেএমআরসিএল-এর আধিকারিকেরা বাড়িগুলি পরীক্ষা করে জানান, ফাটল বিপজ্জনক নয়। তবে ফাটল পরখ করতে এলাকার একটি বাড়িতে কেএমআরসিএল কর্তৃপক্ষ 'ক্র্যাক মিটার' বসিয়েছেন।

আন্দোলনের হুমকি

▸▸প্রসূতির মৃত্যুর জেরে চিকিৎসককে চড় মারার ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এক মাসের মধ্যে চার্জশিট না দিলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিল চিকিৎসক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ। সিএমআরআইয়ে অস্ত্রোপচারের ১৮ ঘণ্টা পরে মৃত্যু হয় প্রসূতি পিঙ্কি ভট্টাচার্যের। ওই ঘটনার পরে চিকিৎসক বাসব মুখোপাধ্যায়কে চড় মারেন পিঙ্কির স্বামী তপেন ভট্টাচার্য। তিনি দাবি করেন, মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে এ কাজ করেছেন। এ দিন যৌথ মঞ্চের তরফে চিকিৎসক অর্জুন দাশগুপ্ত জানান, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার জন্য চিকিৎসকেরা আক্রান্ত হচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন।

বর্জ্য পৃথকীকরণ

▸▸ধাপায় ৬০ একর জমিতে প্রায় ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন জঞ্জাল জমে রয়েছে। ওই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেছে জাতীয় পরিবেশ আদালত। তার পর থেকেই 'বায়ো মাইনিং' পদ্ধতি অর্থাৎ পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য পৃথকীকরণের কাজে জোর দেওয়া শুরু করেছে পুর প্রশাসন। পৃথকীকরণের জন্য দু'টি মেশিন বসানো হবে। দৈনিক ৩০০ মেট্রিক টন করে জঞ্জাল বাছাই হবে এক-একটি মেশিনে।

শ্রমিকের মৃত্যু

▸▸লেক টাউন থানা এলাকায় একটি চারতলা নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে নীচে পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। মৃতের নাম আব্দুল শেখ ওরফে এসদু (৩৮)। পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার ওই বাড়িতে ভারা বেঁধে কাজ চলছিল। কোনও ভাবে পিছলে পড়ে যান আব্দুল।

পথে পড়ে দেহ, না-দেখে পরপর পিষে দিল গাড়ি

অরুণাক্ষ ভট্টাচার্য

মধ্যরাতে কাজ শেষে মোটরবাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন বছর চব্বিশের এক যুবক। বারাসতের যশোর রোডে দুর্ঘটনায় পড়েন তিনি। এর প্রায় আধ ঘণ্টা পরে পুলিশ যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছল, তত ক্ষণে রাস্তার সঙ্গে কার্যত মিশে গিয়েছে ওই যুবকের রক্তাক্ত দেহ। পুলিশের দাবি, ট্রাক, বাস ও ছোট গাড়ি মিলিয়ে অন্তত ৫০টি গাড়ি চলে গিয়েছে ওই যুবকের দেহের উপর দিয়ে। তাই খানিকটা অংশ ছাড়া দেহের বাকিটা সে ভাবে মেলেনি বলেই জানিয়েছে পুলিশ।

বুধবার রাতে এমনই এক ভয়াবহ এবং অমানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকল বারাসত। প্রশ্ন উঠেছে, যশোর রোডের উপরে এক যুবককে ওই ভাবে পড়ে থাকতে দেখেও তাঁর উপর দিয়ে পরপর এতগুলি গাড়ি চলে গেল কী ভাবে? কেউ গাড়ি থামিয়ে ওই যুবককে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন না কেন? পুলিশের কোনও টহলদার গাড়িও কি রাস্তায় ছিল না?

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম রাহুল দাস। তিনি বারাসতের বামনগাছির কুলবেড়িয়ায় থাকতেন। গত এক বছর ধরে বাইপাসের একটি হোটেলে চাকরি করছিলেন। ওই দিন রাত আড়াইটে নাগাদ বাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময়েই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বারাসতের পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবশ্য দাবি, "টহলদার গাড়ি খবর পেয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে।"

পুলিশ সূত্রের খবর, উল্টো দিক থেকে আসা কোনও গাড়ির সঙ্গে বাইকের ধাক্কা লাগার ফলেই রাস্তায় ছিটকে পড়েন রাহুল। রাত তিনটে নাগাদ বারাসতের ডাকবাংলো মোড়ে দাঁড়ানো টহলদার গাড়ির অফিসার আবদুল্লা বিশ্বাসকে অন্য এক গাড়ির চালক জানান, রথতলার কাছে রাস্তায় এক যুবকের ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে ৫০০ মিটার দূরের ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বারাসত থানার ওই গাড়ি। তবে রাহুলের দেহ এমন ভাবে পিষে গিয়েছিল যে, কোনও ভাবেই তা রাস্তা থেকে তোলা যাচ্ছিল না। তাঁর হেলমেটও ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। পেট থেকে বুক পর্যন্ত কিছুটা অংশ ছিটকে পড়েছিল রাস্তার এক পাশে।

■ রাহুল দাস

পুলিশ জানায়, আর কোনও গাড়ি যাতে ওই পিষে যাওয়া দেহের উপর দিয়ে যেতে না পারে, তার জন্য গার্ডরেল দিয়ে দু'দিক ঘিরে দেওয়া হয়। শেষে বারাসত হাসপাতালের মর্গের এক কর্মী এসে কোনও মতে রাস্তা থেকে ছিন্নভিন্ন দেহটি তুলে নিয়ে যান। মৃতের ব্যাগে থাকা পরিচয়পত্র দেখে খবর পাঠানো হয় তাঁর বাড়িতে। একমাত্র ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গিয়েছেন তাঁর বাবা তারক দাস ও মা দীপাদেবী।

রাহুলের পরিজনেরা জানান, অটোচালক তারকবাবু খুব কষ্ট করে ছেলে ও মেয়েকে পড়াশোনা করিয়েছেন। এক আত্মীয়ের আর্থিক সাহায্যে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়েছিলেন রাহুল। রাতে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার যানবাহন পাওয়া যেত না বলে কয়েক মাস আগে বাইকটি কিনেছিলেন তিনি। সেই বাইকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটলেও কেউ তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মানবিকতাটুকুও দেখাননি।

'ইনস্টিটিউট অব সাইকায়াট্রি'র ডিরেক্টর প্রদীপ সাহা বলেন, "বাজার অর্থনীতিতে ঢুকে মানুষ এখন স্বার্থপর হয়ে গিয়েছে। নিজের পরিবারের প্রতিও আমরা যথাযথ ভাবে মনোযোগী নই। সেখানে এক যুবক রাস্তায় পড়ে থাকলেও তাঁকে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই, এটাই মনে করেন অনেকে। সেই মনোভাবের কারণেই সকলে গাড়ি চালিয়ে চলে গিয়েছেন।"

তবে ছেলেহারা মায়ের আক্ষেপ, "এতগুলো গাড়ি ছেলেটার উপর দিয়ে চলে গেল। এক জনেরও কি একটু দয়া হল না!"

সংঘর্ষের ভিডিয়ো না-ছড়ায়, সতর্কিত সব থানা

নিজস্ব সংবাদদাতা

উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে সংঘর্ষের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সব রাজ্যের পুলিশকে সতর্ক করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এ বার ওই সংঘর্ষের বিভিন্ন ভিডিয়ো যাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে না পড়ে, তা দেখার জন্য লালবাজারের তরফে সতর্ক করা হল শহরের প্রতিটি থানাকে। ওই ঘটনা নিয়ে যাতে কেউ কোনও গুজব না ছড়ান, তা-ও দেখতে বলা হয়েছে থানার আধিকারিকদের।

পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবারই কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের তরফে প্রতিটি থানায় পাঠানো হয়েছে ওই সতর্কবার্তা। বলা হয়েছে, কোনও নাগরিক এই সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই সংঘর্ষের ছবি ভাইরাল হয়েছে। ফলে ঘটনার চার দিন পরে বার্তা পাঠিয়ে আমজনতাকে কতটা সতর্ক করা সম্ভব, সেই প্রশ্ন তুলেছেন পুলিশকর্মীদেরই একাংশ। যদিও পুলিশের অন্য একটি অংশের দাবি, সোশ্যাল মিডিয়ায় যাতে সংঘর্ষ নিয়ে গুজব না ছড়ানো হয়, তার জন্য নজরদারি শুরু করেছে এসটিএফ।

সিএএ-র বিরোধী এবং সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে কয়েক দিন ধরে অগ্নিগর্ভ দিল্লি। গত রবিবার শুরু হওয়া ওই ঘটনার পরেই শহরে যাতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। বৃহস্পতিবার লালবাজারে পদস্থ আধিকারিক-সহ বিভাগীয় ডিসিদের নিয়ে ফের বৈঠক করেন তিনি। লালবাজারের দাবি, রবিবার সিপি-র নির্দেশের পরেই স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে তা দ্রুত আয়ত্তে আনতে ওসি এবং অতিরিক্ত ওসিদের রাতে থানায় থাকতে বলা হয়েছে।

এক পুলিশকর্তা জানান, কোনও রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা থেকে যাতে উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে দিকে নজর রাখার কথা হয়েছে ওই সতর্কবার্তায়। একই সঙ্গে সিএএ-র বিরোধী এবং সমর্থকদের মিছিল যাতে মুখোমুখি না আসে, তা দেখতে ওসিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, এমন মিছিলের সামনে ও পিছনে অতিরিক্ত পুলিশ রাখতে হবে।

৮৮ কিমি

1285/cr/2020
40/WBHRC/Suo/2020

W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 712 /25/ 15 /2020

Date: 28. 02. 2020

Enclosed is the news clippings appeared in the " Ananda Bazar Patrika", a Bengali daily dated 28.02.2020, the news item is captioned ' পথে পড়ে দেহ, না-দেখে পরপর পিষে দিল গাড়ি '।

Superintendent of Police, Barasat Police Distruict is directed to cause an enquiry into the matter and to furnish a report to the Commission by 6th April, 2020.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

28/2/2020

Asstt. Secy.(L & R Wing) / S.O.
is to take immediate action
28.02.2020

Encl: News Item Dt. 28.02.2020

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.

Done 3/3